নাস্তিক শিকারি

নাস্তিক শিকারি
কিশোর পাশা ইমন

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
http://nalonda.com
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭

নাস্তিক শিকারি	কিশোর পাশা ইমন
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ	রুদ্র কায়সার
স্বত্ব	লেখক
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
পাঠাগার সংস্করণ	৩০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারতে পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ
©	Kishor Pasha Imon
Nastik Shikari	Kishor Pasha Imon
Cover Design	Rudra Kaisar
First Published	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Phone	01552-456919
Library Edition	300.00 Tk only
ISBN	978-984-98390-5-7
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

সূচিপত্র

আইসোলেশন
হোয়াই ডু দে ডু ইট!
ঐক্য
নাস্তিক শিকারি
ধাওয়া
রিপুচক্র

আইসোলেশন

ডায়েরি : ১৫ মার্চ, ২০১৮

আজ আমার সাথে অদ্ভুত এক ভদ্রলোকের পরিচয় হলো। আমেরিকান ভদ্রলোক, নাম পিটার ক্যারি। আমার নম্বর কোথা থেকে পেয়েছেন জানি না। ফোনটা যখন এসেছিল, আমি অবাক হইনি। আমেরিকায় আমার বড় ভাই আছে, গবেষণা ইত্যাদি করে। পিএইচডি বাগানোর ধান্ধা সব। কান্ট্রি কোড আমেরিকার হলে আমি ধরেই নিই ফোনটা আমার ভাই করেছে। কিন্তু অবাক হয়ে শুনলাম, কণ্ঠটা আমার ভাইয়ের নয়।

পিটার ক্যারি আমাকে বললেন, "আপনি নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন। তবে এমন আকস্মিক যোগাযোগ করার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে ই-মেইল করেছিলাম, উত্তর পাইনি। সেজন্যই এই অভদ্রতা। আশা করি ক্ষমা করবেন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ওঠায় আমি বুঝলাম অভদ্রতাটি এই মার্কিন ভদ্রলোক করেননি। করেছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসের কর্তাব্যক্তিরা। বাংলাদেশের এক নামকরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি, তবে এতে করে শিহরিত হওয়ার কিছু নেই। দরিদ্র দেশ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এমনিতেই কম, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আরও কম। হাতেগোনা যে কয়েকটা আছে তাদের অধিকাংশরই কোনো আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নেই। ছোট দেশে জন্মানোর আনন্দই আলাদা, কিছু না করেও নামকরা হয়ে যাওয়া যায়। নামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সমস্যাও কিছু আছে। এই ইন্টারনেটের যুগে মাত্র গেল বছর সব স্টুডেন্টদের জন্য ই-মেইল খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন উজবুক এই দায়িত্ব নিয়েছিলআমাদের জানা নেই, তবে ই-মেইলগুলো কেউ-ই চেক করতে পারছে না। অ্যাডমিন ছাড়া সবার অ্যাকসেস বন্ধ হয়ে আছে। যে-কেউ আমাদের ই-মেইল করে থাকতেই পারেন, অ্যাকাউন্টে ঢুকে চেক করার ক্ষমতা আমাদের নেই। ওয়েবসাইট সংক্রান্ত জটিলতা এই দেশে নতুন নয়। তাই আমরা এনিয়ে বিশেষ

মাথা ঘামাচ্ছিলাম না। তবে পিটার ক্যারির ফোনকল পাওয়ার পর মনে হলো, মাথা কিছু ঘামানো উচিত ছিল।

আমি মি. ক্যারিকে নিজেদের দুর্নাম না গেয়ে কেবল বললাম, "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-মেইল যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইদানীং বাতিলের খাতায়। আমিই বরং দুঃখিত এজন্য। আপনার ফোনকলের উদ্দেশ্যটা কী জানতে পারি?"

পিটার ক্যারি পালটাপ্রশ্ন করলেন, "মাস চারেক আগে আপনি একটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন না? কিরিনমোতো সাইকির এক গবেষণায় স্বেচ্ছাসেবক খোঁজা হয়েছিল।"

এবার আমার মনে পড়ে যায়। এই অপকর্মটি আমি করেছিলাম তো অবশ্যই। গল্প-টল্প লেখার বাতিক আছে, সাইকোলজি নিয়ে আগ্রহটাও আকাশছোঁয়া। কিরিনমোতো সাইকি মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য এই লাইনের লোকজনের কাছে বিখ্যাত। তারাই প্রথম ব্রেন ওয়েভ নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল কিছু কাজ করে দেখিয়ে সুনাম কুড়িয়েছে। এদের ভলান্টারি প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এনরোল করা হচ্ছিল শুনেই লাফিয়ে উঠেছিলাম। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা তো দুই মিনিটের মামলা। সেখান থেকে আমাকে আজ ফোন করা হচ্ছে?

"আমরা আপনার ব্যাপারে আগ্রহী। আমার মনে হয় আমাদের সরাসরি দেখা হওয়া দরকার।"

"সেটা কীভাবে?" উত্তেজনায় আমার গলা কেঁপে গেল। কিরিনমোতো সাইকির সঙ্গে কাজ করার অর্থ ইতিহাসের অংশ হয়ে যাওয়া।

"আগামী সপ্তাহে এশিয়ায় আসব আমি। বাংলাদেশেও একটা কনফারেন্স আছে। একুশ তারিখ কি ফ্রি আছেন আপনি?"

ডায়েরি : ২১ মার্চ, ২০১৮

সুট-মুট পরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসেও ঘামছি। তিন মাস আগে ফাইনাল সেমিস্টারের রেজাল্ট দিয়েছে। এখনও শরীর থেকে ছাত্র–ছাত্র গন্ধটা লুকানো শিখে উঠতে পারিনি। এর মধ্যে মার্কিন গবেষকের সঙ্গে মিটিং আমার নার্ভের ওপর দারুণ চাপ ফেলার মতোই ঘটনা। সেদিনের ফোনকলের পর আমি পিটার ক্যারির ব্যাপারে গুগল করেছি। ঘাগু লোক। গত ত্রিশ বছর ধরে সে কিরিনমোতো সাইকির চিফ

রিসার্চার। এই লোক আমার মতো একজন তৃতীয় শ্রেণির প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া সদ্য গ্র্যাজুয়েটকে তার মূল্যবান সময় দিতে চলেছেন? এটাই ঘামিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট খারাপ খবর।

ঘড়ি ধরে সঠিক সময়ে মার্কিন গবেষক ঘরে ঢুকলেন। সম্ভাষণ ইত্যাদির পর সরাসরি কাজের কথায় চলে এলাম।

"একটা সমস্যা আছে। আমি এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই।"

হেসেই উড়িয়ে দিলেন পিটার, "এসব কোনো ব্যাপার না। আপনার ব্যাপারে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়েছি। আপনার গ্র্যাজুয়েশনের ব্যাপারেও আমরা জানি। কংগ্র্যাচুলেশনস।"

"থ্যাংক ইউ। কিন্তু আমাকে কেন?"

"নিজেকে প্রশ্নটা করলেই বুঝতে পারবেন। খুব বেশি এশিয়ান আমরা পাইনি যারা আপনার মতো এনথুজিয়াস্ট। আপনি বেশ কিছু ব্লগও লিখেছেন, কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়ালস, এই দিকে আপনি সেলফ-লার্ন্ড। প্যাশনেট। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।"

"এশিয়ান?"

"এবার আমরা এই রিজিয়ন থেকেই সেচ্ছাসেবক খুঁজছি। প্রোগ্রামটা গোপনীয়। এখানে যা কথা হবে তা আশা করি বাইরে বলে বেড়াবেন না।"

"শিওর। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমার দায়িত্ব কী কী থাকছে সেটা আমাকে জানতে হবে।"

পিটার ক্যারি মধ্যম উচ্চতার মানুষ, তবে চেয়ারে বসে পড়ার পর তাঁকে বেশ ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। এই যুগেও মানুষ ল্যাসিক-লেন্স না করে থাকে কেন আমি জানি না। আমার ব্যাপারটা আলাদা, সদ্য বেকার, গরিব মানুষ। কিন্তু পিটার ক্যারির ভারী চশমা পরার ভোগান্তির মধ্যে কেন যাবেন? পরবর্তী কথাগুলো বলার আগে তিনি ভারী চশমাটা খুলে যত্নের সাথে একবার মুছে নিলেন। এই মুহূর্তটার কথা আমার মনে থাকবে। যতদিন বেঁচে থাকব, পিটার ক্যারির চশমা মোছার ঘটনা আমি ভুলতে পারব না। কারণ, তারপরই উদ্ভট সেই প্রস্তাবনাটি আমি প্রথমবারের মতো শুনেছিলাম।

স্বচ্ছ একজোড়া কাচের ওপাশ থেকে আমার দিকে সরাসরি তাকিয়েছিলেন প্রবীণ গবেষক। তারপর নিচু কণ্ঠে বলেছিলেন, "আপনার কাজটা খুব একটা কঠিন নয়, তবে একবার এই চুক্তিটা করে

ফেললে আপনি আর পিছিয়ে আসতে পারবেন না। প্রোগ্রামের সময়সীমা তিন বছর। এই সময়টা আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে।"

"তিন বছর?" একটু ভেবে দেখলাম, "সময়টা একেবারে কম নয়। তবে আমার পাওয়ার কিছু তো থাকবেই, নয়তো এই লম্বা সময় আপনারা আমার কাছে দাবি করতেন না।"

মাথা দোলালেন মার্কিন গবেষক, "তিন বছর আমাদের দেবেন, বিনিময়ে আপনি পাবেন দশ মিলিয়ন ডলার।"

আমার হৃৎপিণ্ড একটা বিট মিস করল যেন।

"দশ মিলিয়ন..." কথা খুঁজে পেলাম না আমি, কাজেই প্রতিধ্বনি তুললাম তাঁর শেষ বাক্যটার, "ইউএস ডলার?"

"হ্যাঁ। চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেই আপনার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে দশ মিলিয়ন ডলার।"

"কাজটা কী? বিপজ্জনক কিছু?" চব্বিশ বছরে অর্জিত প্রফেশনালিজমের পুরোটা কাজে লাগিয়ে গলার কাঁপুনি চাপা দিতে হলো আমাকে।

মাথা নাড়লেন পিটার ক্যারি, "মোটেও নয়। মোটেও নয়। আপনাকে আমরা তিন বছরের ছুটি কাটানোর সুযোগ করে দেব। ফ্লোরিডার কাছে আমাদের একটা দ্বীপ আছে। কোম্পানি এটা কিনে নিয়েছে অনেক বছর হলো, নামকরণও সেভাবেই করা। কিরিনমোতো আইল্যান্ড। ছোট্ট একটা দ্বীপ। একটা ভিলা ছাড়া আর কিছু নেই। ভিলাটা আপনার অবশ্যই পছন্দ হবে। ভেতরে পাঁচতারা হোটেলের সব সুবিধেই পাবেন। সুইমিং পুল, অত্যাধুনিক সব গ্যাজেটে বিল্ডিংটি প্রায় স্বয়ংক্রিয়, জিম, লাইব্রেরি, বার– ইউ নেইম ইট। তবে এসবই সেলফ সার্ভিস।"

"সেলফ সার্ভিস?"

"ইয়েস। আপনাকে আমরা তিন বছরের নির্বাসনে পাঠাতে চাইছি। ওখানে যাবেন আপনি, তবে সম্পূর্ণ একা। ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে না, মোবাইল ফোন থাকবে না। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় থাকবে না আপনার, তৃতীয় কোনো মানুষের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন না এই তিনটি বছর। বিনিময়ে অবশ্যই পাচ্ছেন দশ মিলিয়ন ইউএস ডলার।"

ঢোক গিললাম, "বুঝলাম। তবে তৃতীয় কেন? ওখানে আমি ছাড়া আর কে থাকবে?"

অযথাই পরিষ্কার চশমাটা আরেকবার মুছে চোখে গলালেন পিটার ক্যারি। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, বুঝতে পারলাম মিটিংটা শেষ হয়ে গেছে।

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে তাকালেন তিনি, "আপনি চাইলে আপনার প্রেমিকাকে সঙ্গে নিতে পারবেন। এটা ঐচ্ছিক অবশ্য। আমার সাজেশন চাইলে বলবে, প্রেমিকাকে রাজি করান। তিনটি বছর পুরোপুরি একা একা থাকতে রবিনসন ক্রুসোরও একজন ফ্রাইডের দরকার পড়েছিল। আপনার সিদ্ধান্ত জানতে ফোন করব আমি, অনেক বড় সিদ্ধান্ত– সময় নিন। আগামি সপ্তাহে, ঠিক আছে?"

ডায়েরি : ২৬ মার্চ, ২০১৮

সরকারি ছুটির দিন। বাইরে নানারকম দেশাত্মবোধক গান বাজছে। এই দেশে একটা অলিখিত নিয়ম আছে। শোকদিবস হোক আর আনন্দদিবস, মানুষ সেটা সেলিব্রেট করে। আর কিছু করতে না পারলেও প্রেমিকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বান্ধবীর শরীর হাতিয়ে বিতর্কিত হয়। সামাজিক গণমাধ্যমগুলোয় এ নিয়ে সমালোচনা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতি ঠিক পাছার মতোই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

হাজার হলেও আমি বাংলাদেশি। কাজেই বিশেষ দিনে প্রেমিকা নিয়ে লাম্পট্য করতে বেরিয়ে পড়েছি। একটা অন্ধকার রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া হলো লাম্পট্যের শেষ ধাপ। আমরা এখন আছি শেষ ধাপে। অন্ধকারে ওয়েটার ব্যাটা গায়েব হয়ে যেতেই আমরা আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। আজকের দিনে আমাদের প্রেম আর শারীরিক চাহিদা গৌণ হয়ে গেছে। প্রথমবারের মতো তিন ঘণ্টা একসাথে থেকে একবারের জন্য চুমুও খাইনি আমরা। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু পিটার ক্যারি।

"তুমি এখনও ভাবছকী বলো তো?" রেজিন জানতে চাইল, "বলেছি তো, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

"জানি। কিন্তু ওরা ইমার্জেন্সি ডক্টর সার্ভিসও দেবে না। আমাদের তিনটা বছর একা থাকতে হবে ওখানে। দুর্ঘটনা হলে নিজেদের চিকিৎসা নিজেদের করতে হবে। একজন মানুষের সঙ্গেও আমাদের

কথা বলতে দেবে না, ইন্টারঅ্যাকশন তো দূরের ব্যাপার। এটা আমার ভালো লাগছে না।"

"দশ মিলিয়ন ডলার মানে কত টাকা জানো?" মেয়েটা আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এলো।

"তিরাশি কোটি টাকা।" এই উত্তরটা আমার মুখস্থ হয়ে আছে, সেই একুশ তারিখ থেকে ভেবে যাচ্ছি। প্রকৃত উত্তরটা হলো বিরাশি কোটি পঁচানব্বই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। তবে যাহাই বিরাশি, তাহাই তিরাশি।

"তিরাশি কোটি টাকা তুমি কোনোদিন তিন বছরে কামাতে পারবে?" টেবিলের ওপর আমার একটা হাত চেপে ধরল রেজিন, "বুঝতে পারছ না কেন, এই একটা ভলান্টারি ওয়ার্ক তোমার জীবনটা সুন্দর করে দেবে। আর কোনোদিন তোমাকে টাকাপয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না।"

রেজিনের কথার যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না এমনও না। গরিব একটা দেশে জন্মেছি, গরিব একটা পরিবারে। টাকার কষ্ট কাকে বলে তা আমার চেয়ে ভালো কে জানবে? সারাটা জীবন মাথায় একটা চাপ নিয়ে বড় হতে হয়েছে, টাকা রোজগার করতে হবে। পরিবারকে সাপোর্ট দিতে হবে, সেই সঙ্গে নিজেকে চালাতে হবে। গরিব দেশের নাগরিকদের তিরাশি কোটি টাকার অফার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত না। এমন একটা অফার যে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, ফিরিয়ে দেওয়া যে একটা অপশন– আসলে এধরনের বোকামি চিন্তাও করতে পারা উচিত না আমার। অথচ আমাকে ভাবতে হচ্ছে। কেন জানি না, মনে হচ্ছে কোথাও একটা ঘাপলা আছে।

রেজিনের চোখের দিকে তাকালাম, "তোমার কি মনে হচ্ছে না এখানে আর কোনো ব্যাপার আছে? ফোন আর ইন্টারনেট ছাড়া একটা বালের দ্বীপে পড়েথাকব, সেজন্য আমাদের তিরাশি কোটি টাকা দেবে? এটা এত সহজ কিছু হতে যাচ্ছে না।"

মাথা নাড়ল রেজিন, "আমি সন্দেহ করার মতো কিছু দেখছি না। আমরা ওদের গিনিপিগ। আমাদের ওপর ওরা একটা পরীক্ষা করছে। নির্বাসনে থাকলে মানুষের সাইকোলজিতে কী কী চেঞ্জ আসে তা দেখবে হয়তো। তা যাই দেখুক না কেন, আমাদের কোনোশারীরিক ক্ষতি তো হচ্ছে না । সমস্যা কী?"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অধৈর্য হয়ে উঠল রেজিন, "তোমাকে তো ওখানে সারাজীবন থাকতে হচ্ছে না। তিন বছর পর দেশে ফিরে এসে রাজার হালে থাকতে পারবে। চাই কি বিদেশে চলেও যেতে পারো। তাছাড়া আমাদের এই মুহূর্তে ভবিষ্যৎ কী? কিছুই না। আমাদের একসাথে থাকা কোনোদিনও সম্ভব না, অন্তত এই দেশে না। টাকার কথা বাদ দাও। তুমি কি আমার সাথে থাকতে চাও না, রিশান?"

এই একটা ক্ষেত্রে রিশানকে নির্বাক হয়ে যেতেই হলো। সামনে বসে থাকা মুক্তার মতো চকচকে চোখজোড়ার তরুণীটিকে আমি একটু বেশিই ভালোবাসি। তৃতীয় শ্রেণির একটা দেশের হতদরিদ্র যুবকদের যতটুকুর বেশি ভালোবাসা বারণ, তার থেকে অনেকটা বেশিই। অথচ আমরা দুজনই জানি আমাদের প্রেমের কোনো পরিণতি নেই। মি. ক্যারির প্রস্তাবটা আসার আগ পর্যন্ত ছিলনা অন্তত।

রেজিনের পুরো নাম রেজিন ডায়েস, মেয়েটা খ্রিষ্টান। আমার বাবা-মা রক্ষণশীল মুসলিম। সামাজিক চাপের কারণে হোক আর ধর্মীয় ভীতি, আমাদের বিয়ে-টিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। তবে সামাজিক আর ধর্মীয় চাপ কোটিপতিদের জন্য অনেকটাই শিথিলযোগ্য এই দেশে। পিটার ক্যারির পাগলাটে অফারটা নিলে আমরা তিন বছরের দীর্ঘ হানিমুন কাটিয়ে ফিরে আসতে পারব, একে অন্যের হয়ে।

নয়তো সদ্য বেকার এক যুবক ঢাল-তলোয়ার ছাড়াই সমাজ আর ধর্মের সাথে লড়াই করতে গিয়ে রেজিন ডায়েসকে হারিয়ে ফেলবে কোনো এক মার্টিনের কাছে। হয়তো! এটা হতে দিতে পারি না আমি, রিশান এটা কখনোই হতে দিতে পারবে না।

টেবিলের ওপাশ থেকেই আমার দুই গাল চেপে ধরল রেজিন। বাধ্য করল ওর চোখে চোখ রাখতে।

"আমি তোমাকে হারাতে চাই না।"

সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললাম আমি।

ডায়েরি : ২৫ এপ্রিল, ২০১৮

সুইমিং পুলটা ছাদে। কাচের প্যানেলিং করা রেলিং ধরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি। জায়গাটা স্বর্গের চেয়েও বেশি সুন্দর। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে অগভীড় একটা লেগুন,

স্থির পানি ভেদ করে নিচের বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ওই লেগুনে আমি আর রেজিন মাঝে মাঝেই যাই। খালি হাতে লাল-নীল সব মাছ ধরার চেষ্টা করি। এদিকের মাছেরাও বোকা, মানুষ চেনে না। গায়ের কাছে এসে ঘুরঘুর করে। তবে ধরা দুষ্কর। লেগুনের পাড়ের মসৃণ সাদা বালির দিকে তাকিয়ে আমার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। গত পরশুই ওখানে উত্তাল প্রেম করেছি আমি আর রেজিন। গোটা দ্বীপে একটা মানুষও নেই, গোপনীয়তা রক্ষার বাড়াবাড়ি রকমের বালাইয়ে আমাদের যেতে হয়নি।

খোলা পিঠে নরম একটা হাত স্পর্শ করতে ঘুরে তাকালাম। ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে রেজিন। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে ওর হাত আর নাকের ডগা। সুইম সুটে দারুণ আকর্ষণীয়া দেখাচ্ছে ওকে। কোনো রকম আগাম সংকেত না দিয়েই আমাকে জড়িয়ে ধরল ও। বুকে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে থাকল কিছুক্ষণ। ওকে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ, একে অন্যের শরীরের উষ্ণতা উপভোগ করছি।

"কী ভাবো তুমি সারাদিন?" আহ্লাদী গলায় জানতে চাইল রেজিন।

"কিছু না। তেমন কিছু না।" নিজেকেই যেন শোনালাম।

"ইউ ডিড দ্য রাইট থিং, রিশান।" চোখ মেলে বলল রেজিন, "ফ্যামিলির প্রতিও যথেষ্ট দায়িত্ব দেখিয়েছ তুমি। এমনকি আমার পরিবারের প্রতিও, এর কোনো দরকার ছিল না অবশ্য। তারপরও সারাদিন কেন তুমি এটা-ওটা ভাববে?"

কিরিনমোতো দ্বীপে আসার সাতদিন পূর্ণ হলো আজ। আমার আর রেজিনের পরিবারকে দশ কোটি করে টাকা দিয়ে এসেছি এখানে আসার আগে। তিন বছর রাজার হালে চলে যাওয়ার কথা ওদের। রেজিনের পরিবারের অবশ্য আলাদা করে সাপোর্টের দরকার ছিল না, তবে সাম্যের নীতিতে এই প্রোগ্রামে ঢুকেছি আমি। তিরাশি কোটির মধ্যে সাড়ে একচল্লিশ কোটি প্রথমেই রেজিনকে লিখে দিয়েছি। আমার সমান ঝুঁকি নিচ্ছে ও, এটাই সঠিক কাজ বলে মনে হয়েছে। রেজিন অবশ্য আপত্তি করছিল খুব, তবে ওর কথায় কান দিইনি। মেয়েদের সব কথায় গুরুত্ব দিলে চলে না। অথচ এইমাত্র ও আমাকে যেটা বলল তা সত্য। আমার ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই। পরিবার নিরাপদে আছে আমাদের, আমরা নিরাপদে আছি। ভালো আছি। এখন আমাদের

উচিত আনন্দ করা। কবিদের মতো কথায় কথায় উদাস হয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা না।
ম।]